জীবনধারা বেয়ে

অঞ্জন চক্রবর্তী

(১)

"দান্তের চেতনায় বেয়াত্রিচে যেমন ছিলেন, রবীন্দ্রচেতনায়ও কাদম্বরী দেবী তেমনি, She is both herself and what she signifies । মানসী, মানসসুন্দরী, সৌন্দর্যলক্ষ্মী, অন্তর্যামী ও জীবনদেবতা"। এমনভাবেই জগদীশ ভট্টাচার্য উপস্থাপিত করেছেন কাদম্বরীকে তাঁর অমর গ্রন্থ "কবিমানসী"তে। 'মানসী'তে আমরা দেখেছি 'সুরদাসের প্রার্থনা'য় কবি কেমন করে তার প্রিয় নারীর রূপের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছেন অরূপ ঈশ্বরকে। কাদম্বরীর রূপ রবীন্দ্রনাথের কাছে গৌণ বিষয় ছিলো না : *ওই জানলার কাছে বসে আছে / করতলে রাখি মাথা / তার কোলে ফুল পড়ে রয়েছে / সে যে ভুলে গেছে মালা গাঁথা* (ছবি ও গান)।

সৌন্দর্য উপেক্ষনীয় বা অনাবশ্যক হলে এই নিবিড় পর্যবেক্ষণ আসতো না, আসতো না একটি বিরহমধুর বিভঙ্গের চিত্রায়নের তাড়না। কিন্তু কাদম্বরী তো শুধু herself নন, what she signifies-ও। যে অসীম দ্যোতনা তাঁর ভাবমূর্তিকে ব্যাপ্ত করেছে তা প্রভাবিত করেছে কবির কাব্য ও জীবনকে। সুরদাস বিশেষের মধ্যে অনন্তকে খুঁজে পেলেন রবীন্দ্রনাথের কলমে যা রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব জগতেও একান্ত সত্য। — *রূপ-সাগরে ডুব দিয়েছি / অরূপ-রতন আশা করি;/ ঘাটে ঘাটে ঘুরব না আর / ভাসিয়ে আমার জীর্ণ তরী।/ সময় যেন হয় রে এবার/ ঢেউ-খাওয়া সব চুকিয়ে দেবার, / সুধায় এবার তলিয়ে গিয়ে / অমর হয়ে রব মরি।*

আমরা এসেছি গীতাঞ্জলির ৪৭ সংখ্যক কবিতায়। "এ সমুদ্রে আর কভু হবো না কো পথহারা" খুব সহজ প্রক্রিয়া নয়। পথে নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকে বিভ্রান্তির মায়াকাঁচ। চোখ রাখলেই পতন। ঘাটে ঘাটে বিভ্রান্তি নিয়ে ঘোরা নয়, herself এ ডুবে what she signifies এর অন্বেষন। এই সাধনায় তাই ধরা দেয় heard melodies কে ছাপিয়ে those unheard যা আসলে sweeter : *যে গান কানে যায় না শোনা / সে গান সেথায় নিত্য বাজে, / প্রাণের বীণা নিয়ে যাব / সেই অতলের সভামাঝে।/ চিরদিনের সুরটি বেঁধে / শেষ গানে তার কান্না কেঁদে / নীরব যিনি তাঁহার পায়ে / নীরব বীণা দিব ধরি।*

"আমারে করো তোমার বীণা" — এই নিবেদন সম্ভব তখনই যখন বীণা ত্যাগ করতে পারে নিজস্ব অহংকারময় সরবতা। নীরব বীণা বাজাবেন কবির অন্তরের কবি। spontaneous overflow of powerful feelings এর অর্গল খুলে দেবেন তিনিই । এভাবেই কাদম্বরীর তার জীবনের পরিত্রাতা, সাহিত্যকর্মের দিশারী।

'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র সেই রহস্যময়ী নাবিক যিনি সোনার তরীতে কবিকে ভাসিয়ে নিয়ে যান অসীম রহস্যময়তায় তিনি কিন্তু 'গীতাঞ্জলি' তে হারিয়ে যান নি, তাঁর প্রতি মানবিক আকুলতায় কবি এখনো মুখর : *কথা ছিল এক-তরীতে কেবল তুমি আমি / যাব অকারণে ভেসে কেবল*

ভেসে, / ত্রিভুবনে জানবে না কেউ আমরা তীর্থগামী / কোথায় যেতেছি কোন্ দেশে সে কোন্ দেশে।

কবি এখানেও সন্ধ্যাবেলায় আকুল তার দর্শন তৃষায়, সঙ্গ পিয়াসায় : *মলিন আলোয় পাখা মেলে সিন্ধু পারের পাখি / আপন কুলায় মাঝে সবাই এল ফিরে। / কখন তুমি আসবে ঘাটের 'পরে / বাঁধনটুকু কেটে দেবার তরে।/ অস্তরবির শেষ আলোটির মতো / তরী নিশীথ-মাঝে যাবে নিরুদ্দেশে।* (৮৩ সংখ্যক কবিতা)

(২)

এবার আসি ৭৮ সংখ্যক কবিতায় : *তুমি যখন গান গাহিতে বল / গর্ব আমার ভরে ওঠে বুকে / দুই আঁখি মোর করে ছলছল/ নিমেষহারা চেয়ে তোমার মুখে। / ..... তৃপ্ত তুমি আমার গীতরাগে, / ভালো লাগে তোমার ভালো লাগে —/ জানি আমি এই গানেরই বলে / বসি গিয়ে তোমারি সন্মুখে।*

আমরা জানি কবি হিসেবে বেড়ে উঠতে উঠতে বৌঠানের মনোযোগ ও আগ্রহের কতখানি কাঙাল ছিলেন তিনি। সেই বৌঠান যিনি মর্ত্যকায়া থেকে হারিয়েও থেকে যান গানের ওপারে : *মন দিয়ে যার নাগাল নাহি পাই / গান দিয়ে সেই চরণ ছুঁয়ে যাই, / সুরের ঘোরে আপনাকে যাই ভুলে — / বন্ধু ব'লে ডাকি মোর প্রভুকে।*

'সুরদাসের প্রার্থনা'য় সুরদাস প্রিয় নারীর মধ্যে ঈশ্বরকে দেখেছেন। রবীন্দ্রনাথ জানেন কাদম্বরী তাঁর জীবনদেবতা। তবু তার মানবী মূর্তিকে বন্ধু হিসেবে ভেবে যাওয়াটাও তার কাছে অমোঘ, অনপনেয়। 'গীতাঞ্জলি'র বন্ধুজন ভাবিত তথাকথিত আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল তাই মধুর রসহীন নয়।

'গীতাঞ্জলি'র অনেক পরে 'বলাকা'য় আমরা 'ছবি' কবিতায় 'অন্তরের কবি' হিসাবে কাদম্বরীকে সম্বোধিত হতে দেখবো। কিন্তু 'গীতাঞ্জলি'তেই তার পূর্বাভাস কিন্তু স্পষ্ট। আসি ৭১ সংখ্যক কবিতায় : *ওগো মৌন, না যদি কও / নাই কহিলে কথা। / বক্ষ ভরি বইব আমি / তোমার নীরবতা। / স্তব্ধ হয়ে রইব পড়ে / রজনী রয় যেমন করে / জ্বালিয়ে তারা নিমেষ হারা / ধৈর্যে অবনতা।*

আমরা স্পষ্টই বুঝলাম crisis of creation। 'যখন লেখাতে পারো না তখন লিখতে পারি না' — স্বীকারোক্তি স্পষ্ট। স্পষ্ট ধৈর্যও, কারণ আস্থায় ঘাটতি নেই : *হবে হবে প্রভাত হবে, / আঁধার যাবে কেটে / তোমার বাণী সোনার ধারা / পড়বে আকাশ ফেটে।*

তবে সংকোচও আছে। যা পান তা কি পূর্ণতায় ফোটাতে পারেন তাঁর সৃষ্টিতে ? *তখন আমার পাখির বাসায় / জাগবে কি গান তোমার ভাষায়। / তোমার তানে ফোটাবে ফুল / আমার বনলতা ?*

অন্তরের কবির কবিতা যে তিনি তাঁর কবিতায় ফোটাতে পারেন না, এ দুয়ের মাঝে

ব্যবধান থেকেই যায় তা কবি বোঝেন, মেনেও নেন। কাদম্বরীর কাছে আজীবন হার মেনে চলাতেই তাঁর তৃপ্তি : *মনে করি অম্‌নি সুরে গাই / কণ্ঠে আমার সুর খুঁজে না পাই / কইতে কী চাই, কইতে কথা বাধে — / হার মেনে যে পরান আমার কাঁদে / আমায় তুমি ফেলেছ কোন্ ফাঁদে / চৌদিকে মোর সুরের জাল বুনি।*

মেঘলা দিনে কাজে মন বসে না। বসে থাকতে ইচ্ছা করে শুধু তার জন্য : *কাজের দিনে নানা কাজে, / থাকি নানা লোকের মাঝে / আজ আমি যে বসে আছি / তোমারি আশ্বাসে। / আমায় কেন বসিয়ে রাখ / একা দ্বারের পাশে।*

চন্দননগরে মোরান সাহেবের বাংলোবাড়ীর মেঘলা দিনগুলি কবিকে ছাড়ে না, ছাড়ে না এমন দিনে বউঠানের সান্নিধ্যের সুধা। সকৌতুকে কাদম্বরী নামের অন্য অর্থের তাৎপর্য উল্লেখ করে কখনো বলেনও বর্ষার দিন তাঁকে কাদম্বরীর নেশা ধরায়। অশ্রুতে ঝিকমিক এই কিরণ সঞ্চারিত rainbow humour বর্ষার আবেশে বউঠানের প্রভাব তাঁর সত্তায় কত গভীরভাবে ব্যাপ্ত তার প্রতিফলন ঘটায়।

তবু বউঠানের প্রতি ভালোবাসার কথা তেমন করে বুঝিয়ে বলা কঠিন। সজনীকান্তের মুখে জগদীশ ভট্টচার্য শুনেছিলেন এই সম্পর্ক নিয়ে কলকাতার নগরজনের রসালাপ। 'বোষ্টমী' গল্পে কথকের দুর্নামের কথা শহর থেকে দূরেও যে কিছুটা পৌঁছেছে এটা উচ্চারণ করে রবীন্দ্রনাথ কি তাঁর আত্মজৈবনিক যাতনার কিছুটা catharsis ঘটান নি কি ? যে ভালোবাসা ব্যাপ্তিতে বহু বর্ণময়; মাত্রায় কখনো কখনো পূজার সমতুল তাকে ছকে বেঁধে ফেলা স্থূল বাতুলতার নামান্তর। কবিকে তাই খুঁজে বেড়াতে হয় গোপনীয়তা এবং আবিষ্কার করতে হয় সর্বজনীনতাই বোধহয় সবচেয়ে বড় আড়াল : *যদি আমার দিনে রাতে / যদি আমার সবার সাথে / দয়া করে দাও ধরা তো / রাখব ধরে।* (৭৩ সংখ্যক কবিতা)

ঠাকুরবাড়ীতে যেমন 'সবার' ছিলেন বউঠান এবং তার মধ্যেই ছিলেন 'আমার' সেভাবেই বিশ্বময়তার মধ্যেই ফুটে ওঠে একান্ততা : *যদি তোমায় ভালোবাসি / আপনি বেজে উঠবে বাঁশি, / আপনি ফুটে উঠবে কুসুম / কানন ভ'রে।*

জীবনদেবতা সবার মাঝে ব্যাপ্ত, তবু তিনি কবির আপন। তিনিই তো কবিকে মিলিয়েছেন বিশ্বমানবের সঙ্গে : *সবার পানে যেথায় বাহু-পসার / সেইখানেতেই প্রেম জাগিবে আমারো। / গোপনে প্রেম রয় না ঘরে, / আলোর মতো ছড়িয়ে পড়ে — / সবার তুমি আনন্দধন, হে প্রিয়, / আনন্দ সেই আমারো।* (৯৪ সংখ্যক কবিতা)

তবু এ প্রক্রিয়া সবসময় অশান্তি থেকে উত্তরণে টানতে পারে না। কবিকে বিদ্ধ করে এই সম্পর্কের অস্বীকৃতি, অসম্মান, ব্রাত্যতা, অপূর্ণতা : *যতবার আলো জ্বালাতে চাই / নিবে যায় বারে বারে। / আমার জীবনে তোমার আসন / গভীর অন্ধকারে।/ যে লতাটি আছে শুকায়েছে মূল— / কুঁড়ি ধরে শুধু, নাহি ফোটে ফুল, / আমার জীবনে তব সেবা তাই / বেদনার উপহারে।* (৭২ সংখ্যক কবিতা)

তবু পাওয়া না পাওয়া, আনন্দ আর অশ্রু একাকার হতে থাকে দুর্বোধ্য, অবর্ণনীয় পুলকে : *কেমন খেলা হল আমার / আজি তোমার সনে। / পেয়েছি কি খুঁজে বেড়াই / ভেবে না পাই মনে। / আনন্দ আজ কিসের ছলে / কাঁদিতে চায় নয়ন জলে, / বিরহ আজ মধুর হয়ে / করেছে প্রাণ ভোর।* (৪২ সংখ্যক কবিতা)

তাই বেদনার পথের যাত্রীর মনে জেগে থাকে পথের শেষে প্রিয়জনের সঙ্গে সাক্ষাতের বাসনা : *যাত্রী আমি ওরে। / কোন্ দিনান্তে পৌঁছব কোন্ ঘরে। / কোন্ তারকা দীপ জ্বালে সেইখানে, / বাতাস কাঁদে কোন কুসুমের ঘ্রাণে, / কে গো সেথায় স্নিগ্ধ দু'নয়ানে / অনাদিকাল চাহে আমার তরে।* (১১৭ সংখ্যক কবিতা)

এবার যদি ১৪০ সংখ্যক কবিতায় আসি তবে আবার সন্ধ্যা, আবার মাঝি, আবার 'নিরুদ্দেশ যাত্রা', আবার 'সিন্ধু পারে' : *তরী কি তোর দিনের শেষে / ঠেকবে এবার ঘাটে এসে। / সেথায় সন্ধ্যা-অন্ধকারে / দেয় কি দেখা প্রদীপরাজি। /যেন আমার লাগছে মনে, / মন্দমধুর এই পবনে / সিন্ধু পারের হাসিটি কার / আঁধার বেয়ে আসছে আজি।*

বউঠানের সঙ্গে তাঁর সমগ্র যেন জন্মের সীমানায় বদ্ধ নয়। 'মানসী'র 'অনন্ত প্রেম' কবিতায় তাই দেখি : *আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি / যুগল প্রেমের স্রোতে / অনাদিকালের হৃদয়-উৎস থেকে।*

'গীতাঞ্জলি'র ২১ সংখ্যক কবিতাতেও দেখি প্রত্যয়মাখা উচ্চারণ : *জানি জানি কোন্ আদিকাল হতে / ভাসালে আমারে জীবনের স্রোতে, / সহসা হে প্রিয় কত গৃহে পথে / রেখে গেছ প্রাণে কত হরষন। / কতবার তুমি মেঘের আড়ালে / এমনি মধুর হাসিয়া দাঁড়ালে, / অরুণকিরণে চরণ বাড়ালে / ললাটে রাখিলে শুভ পরশন।*

'গীতাঞ্জলি'র দুর্ভাগা দেশ, ত্রিভুবনেশ্বরের দিকে তাকিয়ে আমরা অনেক সময় খেয়াল রাখি না যে মানসী থেকে নিরুদ্দেশ যাত্রার নাবিক হয়ে যিনি কবির জীবনদেবতায় পরিণত হয়েছেন তিনি কবির সঙ্গে প্রেমস্নিগ্ধ নিজস্ব আধ্যাত্মিকতার আবেশ মাখিয়ে নির্মাণ করে চলেছেন এক অনন্ত যাত্রাপথ ও তার আনন্দগান :

কবে আমি বাহির হলেম তোমারই গান গেয়ে— /সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়। / ভুলে গেছি কবে থেকে আসছি তোমার চেয়ে— /সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়। /ঝর্না যেমন বাহিরে যায়, / জানে না সে কাহারে চায়, / তেমনি কবে ধেয়ে এলেম / জীবনধারা বেয়ে— / সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়। / কতই নামে ডেকেছি যে, / কতই ছবি এঁকেছি যে, / কোন্ আনন্দে চলেছি তার / ঠিকানা না পেয়ে— / সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়। / পুষ্প যেমন আলোর লাগি / না জেনে রাত কাটায় জাগি / তেমনি তোমার আশায় আমার / হৃদয় আছে ছেয়ে— / সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়।

(৬৫ সংখ্যক কবিতা)

লেখক গল্পকার, কবি ও প্রাবন্ধিক